গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এনআইএস, এপিএ ও সুশাসন শাখা
www.rthd.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনার আওতায় গণশুনানির কার্যবিবরণী :

সভাপতিঃ	:	এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
তারিখ	:	১৮.০৯.২০২৩ খ্রিঃ।
সময়	:	বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি গণশুনানীর কার্যক্রম শুরু করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গণশুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় গণশুনানি আয়োজনের গুরুত্ব সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সকলকে তাদের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি/ পরামর্শ সভায় উপস্থাপন করার অনুরোধ করেন যেন সেবার মান আরও উন্নত করা যায়; সেবা প্রদান পদ্ধতির ঘাটতি ও ভুলত্রুটি সমূহ দুর করা যায় এবং সেবা প্রদানে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

০২. সভায় স্বাগত বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গণশুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর কার্যালয়ের সিটিজেন চার্টার এ উল্লেখিত প্রদত্ত নাগরিক, প্রতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ সেবা সম্পর্কে কারও কোন মতামত বা পরামর্শ থাকলে তা সভায় উপস্থাপন করার আহ্বান জানান এবং সেবার মানোন্নয়নে সচিব মহোদয়কে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রাদনের অনুরোধ জানান।

০৩. অতঃপর সভায় উপস্থিত সুধীজনের নিকট সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থার সেবা বা কার্যক্রমের বিষয়ে প্রশ্ন বা পরামর্শ আহ্বান করা হলে নিম্নরূপ প্রশ্ন, পরামর্শ ও মন্তব্য পাওয়া যায় :

ক্রম	বক্তব্য উপস্থাপনকারী	উপস্থাপনা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বক্তব্য
০১	জনাব তৌহিদুল ইসলাম, সিনিয়র রিপোর্টার, আমাদের সময়।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক আহ্বানকৃত দরপত্রে একই প্রতিষ্ঠান বারবার কাজ পেয়ে থাকে। তিনি এর কারণ জানতে চান। মহাসড়কে অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়টি তিনি জানতে চান।	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এই প্রসঙ্গে বলেন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় গত অর্থবছরে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে প্রায় ৪৩০০টি কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়। এ পদ্ধতিতে উদ্ধৃত দর দাখিলের পরিসীমা হচ্ছে +- ১০%। উদ্ধৃত দর যখন সমান হয়ে যায় তখন সিপিটিইউ এর নির্দেশনা অনুসারে পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স মূল্যায়ন করা হয়, যা কম্পিউটার জেনারেটেড। এ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পূর্বে যে ঠিকাদার বেশী কাজ করেছেন, ম্যাট্রিক্স এ তিনি বেশী নম্বর পেয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে সিপিটিইউকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে এবং ১৭/০৯/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদীয় কমিটির সভায় সচিব মহোদয় উক্ত বিষয়টি আলোচনা করেছেন। একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি বিষয়টি পুনঃ বিবেচনা করছে। আশা করা যায়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন সেন্ট্রাল প্রকিউমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট দ্রুত এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত জানাবে। তখন একই লোক বারবার কাজ পাওয়ার সমস্যাটি সমাধান হবে। এছাড়া বর্তমানে ওয়ান স্টেজ টু এনভেলাপ

ক্রম	বক্তব্য উপস্থাপনকারী	উপস্থাপনা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বক্তব্য
			পদ্ধতিতেও দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে একজন ঠিকাদারের অধিক সংখ্যক কাজ পাওয়ার সম্ভবনা কম। প্রসঙ্গত তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে দেশের নির্মাণ শিল্প অনেক বড় হলেও প্রতিষ্ঠানিকভাবে অনেক বেশী সংখ্যক যোগ্য ঠিকাদারের অভাব রয়েছে। যা একটি ঝুঁকির কারণ। তবে আশা করা যায় অচিরেই দেশের নির্মাণ শিল্পে যোগ্য ঠিকাদারের শূণ্যতা পূরণ হবে। এক্সেল লোড কন্ট্রোল ষ্টেশনের বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বলেন সারা পৃথিবীতে যানবাহন ও সড়কের একটি আদর্শমান রয়েছে। সড়ক ও যানবাহনের আদর্শমানের পার্থক্যের কারণেই সড়ক এবং যানবাহন উভয়ের ক্ষতি হয় এবং উভয়েরই আয়ুস্কাল কমে যায়। আমাদের দেশের অপারেটরদের চাহিদা ও যানবাহনের আয়ুস্কাল বিবেচনা করে সড়কের আদর্শমান নির্ধারণ করা হয়। তিনি মালামাল পরিবহন কাজে নিয়োজিত যানবাহনে আদর্শমানের অতিরিক্ত ওজন বহন না করার জন্য আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, দেশের ২০টি স্থানে ২৮টি ওভারলোড কন্ট্রোল স্টেশন চালু হলে অতিরিক্ত ওজন বহনকারী যানবাহন অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।
০২	জনাব শাহ্আলম সরকার, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সিকিউরিটি সার্ভিস কোম্পানী।	চাঁদপুর সড়ক বিভাগের অধীন গৌরীপুর (পেন্নাই)-মতলব-বাবুরহাট জেলা সড়কের অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে যান চলাচলের অনুপোযুক্ত। অতিসত্বর সড়কটি মেরামত করা প্রয়োজন।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কুমিল্লা সড়ক বিভাগ জানান যে, কুমিল্লা জোনের জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় একটি প্যাকেজে সড়কটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং ডিপিপিটি অনুমোদন হলে শীঘ্রই সড়কটির কাজ শুরু করা হবে।
০৩	জনাব খবির উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, ট্যুরিজম রিসোর্ট ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন।	নড়াইল কালিয়া ফেরী দ্রুত চালুর দাবি জানান।	সভাপতি এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে বিষয়টি অবহিত করেন।
০৪	জনাব এস.এম আজাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, নিরাপদ সড়ক চাই কেন্দ্রীয় কমিটি।	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চলাচল করছে। বিমান বন্দর সংযোগকারী র‍্যাম্পে যানজট বেশী হচ্ছে এবং মহাখালী সংযোগকারী র‍্যাম্পে নামার পর আমতলী দিয়ে ইউটার্ণ নিতে অনেক বেশী সময় লেগে যায়।	সভাপতি জানান, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের নির্দিষ্ট গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তদারকি চলমান আছে। তারপরও এই এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও তদারকি বাড়ানোর জন্য সেতু বিভাগ এর সাথে যোগাযোগ করা হবে। এছাড়া বিআরটি এর বিমান বন্দরের সামনের ফ্লাইওভার খুলে দিলে যানজট অনেকাংশে কমে যাবে।
০৫	এ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।	মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে ফুটওভার ব্রীজটি অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। এটি সরু হওয়ায় পথচারীরা সড়কের মধ্য দিয়ে রাস্তা পারাপার করে। ফলে প্রায়ই এই স্থানে যানজট লেগে থাকে। এই ফুটওভার ব্রীজটি আধুনিক	সভাপতি জানান, ফুটওভার ব্রীজ এর বিষয়টি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর অন্তর্ভূক্ত। আলোচ্য সমস্যাটি সমাধান করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করা হবে।

ক্রম	বক্তব্য উপস্থাপনকারী	উপস্থাপনা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বক্তব্য
		করা যায় বা আন্ডারপাস নির্মাণ করা যেতে পারে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ব্যক্তি মালিকানাধীন যাত্রীবাহী বাস চলাচল করার সুবিধা প্রদানে এবং বাসের টোলের টাকা বাস ভাড়ার সাথে সমন্বয় করার নীতিমালা করা যায় কিনা তিনি তাঁর বক্তব্যে সভায় প্রস্তাব পেশ করেন।	এক্সপ্রেসওয়েতে ব্যক্তি মালিকানাধীন বাস চলাচলে কোন বাঁধা নেই। রুট পারমিট নিয়ে সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত টোল প্রদান করে ব্যক্তিমালিকানাধীন যাত্রীবাহী বাস চলাচল করতে পারবে। ভাড়া সমন্বয়ের বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনায় নেই।
০৬	জনাব লায়ন এইচ, এম, ইব্রাহীম ভূইয়া, চেয়ারম্যান, এফবিজেও।	নারায়নগঞ্জ সড়ক বিভাগের রাস্তার ফুটপাথে নার্সারী ব্যবসায়ীরা দোকান বসিয়ে ব্যবসা করেন। ফলে জনসাধারণ ফুটপাথ ব্যবহার করতে পারছে না। তিনি এই সমস্যাটির সমাধান চান।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নারাণয়গঞ্জ সড়ক বিভাগ জানান, পূর্বে এ সব জায়গায় ময়লা ফেলা হতো। ময়লা যেন ফুটপাতে না ফেলা হয় সে জন্য নার্সারী ব্যবসায়ীদের ফুটপাথ ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। ইতোমধ্যে সার্ভিস লেনসহ সড়ক সম্প্রসারণের ফলে অধিকাংশ নার্সারীকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও অভিযোগটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৭	জনাব পার্থ সারথি দাস, সমন্বয়ক, রোড সেফটি এলায়েন্স।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে কেন সম্পন্ন হয় না জানতে চান এবং তিনি সড়ক দূর্ঘটনার তথ্যের উৎস নিশ্চিতকরণসহ এর সঠিক ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় উল্লেখ করেন।	এই প্রসঙ্গে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, মেট্রোরেল প্রকল্পের লাইন-৬ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু বিআরটি প্রকল্পসহ আরও কিছু প্রকল্প জমি অধিগ্রহণে জটিলতা, আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত কারণ এবং দু-একটি ক্ষেত্রে দূর্বল ঠিকাদারের কারণে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা যায়নি। তিনি আরও জানান যে, সড়ক দূর্ঘটনার তথ্য প্রতিদিন দুপুর ১২টার সময় বিআরটিএ তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। উক্ত তথ্যে কোন অসম্পূর্ণতা ও গরমিল থাকলে তা ফোনে যোগাযোগ করে অবহিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।
০৮	জনাব জাহাঙ্গীর আলম খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি।	এক্সেললোড কন্ট্রোল স্টেশনগুলো কার্যকর করা প্রয়োজন। মহাসড়কে অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবহনগুলো চলাচলের ফলে সড়ক ও ব্রীজের ক্ষতি হচ্ছে।	সভাপতি জানান, এক্সেললোড কন্ট্রোল এর ব্যাপারে জনসচেতনতা ও ট্রাক মালিকদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য আরও ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন। সর্বস্তরের জনগণকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও জানান যে, অতি শীঘ্রই ভূমি অধিগ্রহণ ও নির্মাণ সমাপ্তি শেষে সকল এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন চালু করা হবে।
০৯	জনাব সাইদুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।	নতুন নতুন মহাসড়ক নির্মাণ করা হলেও মহাসড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। উচ্চ গতির জন্য ফ্রন্ট -ব্যাক দূর্ঘটনা বেশী হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি জানতে চান। তিনি আরও বলেন, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আর্থিক সহায়তা তহবিল হতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়াটি অনেক দীর্ঘ। প্রাথমিক চিকিৎসাকালীন সময় ক্ষতিপূরণ এর টাকা পাওয়া যায় না।	সভাপতি জানান, প্রযুক্তির মাধ্যমে মহাসড়কে যানবাহনের গতিনিয়ন্ত্রণ এর জন্য সরকার ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা রোধে গাড়ী চালকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, চালকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ, তাদের অর্থনৈতিক/সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ, চোখের চিকিৎসা এবং ডোপ টেষ্ট সর্বোপরি মোটিভেশন এর জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে চলমান আছে। ইতিমধ্যে সড়ক ও মহাসড়কে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রম	বক্তব্য উপস্থাপনকারী	উপস্থাপনা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বক্তব্য
১০	জনাব রাশেদুল হাসান, রিপোর্টার প্রতিদিনের বাংলাদেশ।	ভাঙ্গা থেকে কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক অত্যন্ত সরু হওয়ায় প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনা ঘটছে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর উক্ত সড়কে যানবাহনের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।	সভাপতি জানান, ভাঙ্গা-বরিশাল সড়ক সম্প্রসাণের লক্ষ্যে ভুমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত মহাসড়ক অর্থায়নের জন্য এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে। অন্তবর্তীকালিন ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত মহাসড়কের দুই পাশে ৬ ফিট করে প্রশস্ত করণের জন্য পিএমপি কর্মসূচীর আওতায় অতি শীঘ্রই দরপত্র আহ্বান করা হবে।
১১	জনাব মুখলেসুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক পরিবহন ফেডারেশন।	মহাসড়কে যেন ধীরগতির যানবাহন চলাচল করতে না পারে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।	সভাপতি জানান, এ ব্যাপারে হাইওয়ে পুলিশ যথেষ্ট সচেষ্ট রয়েছে। থ্রি হুইলার এর বিরুদ্ধে প্রচুর মামলা করা হচ্ছে। জাতীয় মহাসড়কগুলো পর্যায়ক্রমে সার্ভিসরোডসহ সম্প্রসারণ করা হলে সড়ক দূর্ঘটনা অনেকটাই কমে যাবে।

০৪. জনাব শ্যামল কুমার মুখার্জী, এ্যাডিশনাল ডিআইজি, (অপস), হাইওয়ে পুলিশ সভায় উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মহাসড়কগুলোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমাদের মনস্তাত্বিক এবং আচরণগত সাংস্কৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন। সড়কের সৌন্দর্যবর্ধন, পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের সড়কগুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মহাসড়ক আইন অনুসারে সড়কের সীমানা হতে ১০ মিটারের মধ্যে স্থাপনা নির্মাণ না করার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

০৫. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং বলেন, মহাসড়কের নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষরোপন নীতিমালা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। মহাসড়কের ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

০৬. ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর নির্বাহী পরিচালক, সাবিহা পারভীন সভায় সড়ক ব্যবহারকারিদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণগত সংস্কৃতি পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানান এবং আইন মেনে চলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং গণমাধ্যমকর্মী সহ সুশীল সমাজ সকলকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনসহ জাতীয় সম্পদ রক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য সভায় উল্লেখ করেন।

০৭. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভায় সড়কে ধুলাবালিমুক্ত পরিস্কার রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সড়কে বৃক্ষরোপন নীতিমালা অনুসারে মাঝারি আকারের বৃক্ষ রোপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

০৮. অতঃপর আর কোন বিষয়/প্রশ্ন/পরামর্শ না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে গণশুনানির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী)
সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৯.০৬.০১৩.২৩-১৪৭

তারিখ : ২৬ আশ্বিন ১৪৩০ / ১১ অক্টোবর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বনানী, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), নগর ভবন, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা ।
৫. অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, বাড়ী-৪, সড়ক-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
৮. পুলিশ সুপার, ঢাকা।
৯. ড. এম এম সালেহ উদ্দিন, গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ ও প্রাক্তন পরিচালক (কারিগরি), বিআরটিসি।
১০. নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা (দৃঃআঃ প্রোগ্রাম ম্যানেজার)।
১১. সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ী-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
১২. পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা।
১৩. নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন, ৬৩/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা।
১৪. জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
১৫. সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা।
১৬. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা।
১৭. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
১৮. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৯. চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
২০. মহাসচিব, বাংলাদেশ কাভার্ডভ্যান-ট্রাক-প্রাইমমুভার পণ্যপরিবহন মালিক এসোসিয়েশন, তেজাগাঁও, ঢাকা।
২১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি. নং ২৪১৫, মহাখালী, ঢাকা।
২২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজি. নং ৪৯৪, ৪৭ টয়নবী সার্কুলার রোড, ঢাকা।
২৩. সমন্বয়ক রোড সেফটি অ্যালায়েন্স ,বাংলাদেশ, সাগুফতা মোড়, বাড়ি-৬৬/৩, ব্লক-ডি, এভিনিউ-২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

১। একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
২। একান্ত সচিব, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

অনুলিপি (কার্যার্থে):

১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েব সাইটের শুদ্ধাচার সেবাবক্সে প্রকাশের অনুরোধসহ)

১১/১০/২৩

(মুহাম্মদ কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ২২৩৩৫৫৫২৮